গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সিভিল রেজিস্ট্রেশন শাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়ঃ সিআরভিএস (সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স)) বাস্তবায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জাহেদা পারভীন
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
তারিখ : ৭ অক্টোবর ২০২৫; সময় : বিকাল ৩:৩০ টা
স্থান : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষ।

সভার উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক' সংযুক্ত

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সিআরভিএস সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করা হয়ে থাকে। সিআরভিএস-এর অন্যতম উপাদান জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম 'জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪' এবং এর আওতায় প্রণীত 'জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮'-এর আলোকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি জানান, গত ২৪ থেকে ২৬ জুন ২০২৫ তারিখে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে UNESCAP কর্তৃক Third Ministerial Conference on CRVS অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। তিনি আরও জানান, উক্ত সম্মেলনে সিআরভিএস দশক ২০১৫–২০২৪-এর মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। সভাপতি উল্লেখ করেন, সিআরভিএস-এর বিভিন্ন লক্ষ্য (টার্গেট) অর্জনে বাংলাদেশ এখনো কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। এসব লক্ষ্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অর্জনের জন্য সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব, সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন:

ক্রম.	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	**বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ;**	গত ১৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন/পরিমার্জন না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব করা হয়।	(১) কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন/ পরিমার্জন না থাকায় ১৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
	3rd Ministerial Conference on CRVS কর্তৃক গৃহীত লক্ষ্যসমূহ অর্জন	গত ২৪–২৬ জুন ২০২৫ তারিখে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে '3rd Ministerial Conference on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific' শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (CRVS) দশক ২০১৫–২০২৪-এর মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। সভায় আলোচনা হয় যে, সিআরভিএস-এর বিভিন্ন লক্ষ্য (টার্গেট) অর্জনে বাংলাদেশ এখনো বেশ পিছিয়ে রয়েছে। এসব লক্ষ্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অর্জনের জন্য সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।	(২) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ এবং যথাযথ মনিটরিং নিশ্চিত করার মাধ্যমে CRVS দশকের লক্ষ্যসমূহ নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	১।সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ /অধিদপ্তর; ২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;

ক্রম.	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২।	**Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh (Phase-V) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম**	সভাকে জানানো হয় যে, প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতাভুক্ত নির্বাচিত ২০টি জেলার মধ্যে ১৯টি জেলায় কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, নির্বাচিত ৪টি উপজেলায় — নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার, কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ, ঝালকাঠি জেলার নলছিটি এবং নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলায় শতভাগ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করে একটি সঠিক ও সমন্বিত নাগরিক ডাটাবেজ প্রণয়নের লক্ষ্যে পাইলট কর্মসূচি বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও নির্বাচিত ২টি উপজেলায় (নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার ও নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলায়) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত (WHO) VA Questionnaire ব্যবহার করে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে Verbal Autopsy (VA) পাইলট কর্মসূচি বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত পাইলট কর্মসূচিগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে সারাদেশে কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	৪টি উপজেলায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং ২টি উপজেলায় VA পাইলট কর্মসূচী বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করতে হবে।	১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং ২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
৩।	**Health -CR লিঙ্ক হতে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন নোটিফিকেশন BDRIS এ প্রেরণ**	(ক) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, হাসপাতাল হতে জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত নোটিফিকেশন Birth and Death Registration Information System (BDRIS)-এ প্রেরণ করা হচ্ছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) না থাকায় NID নোটিফিকেশনে নম্বর প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় বৈধ মোবাইল নম্বর সংযুক্ত করে নোটিফিকেশন প্রদান করা হচ্ছে, যাতে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধক কার্যালয়ে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়। (খ) রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এর প্রতিনিধি জানান, প্রেরিত তথ্য অসম্পূর্ণ থাকায় নোটিফিকেশন অনুযায়ী নিবন্ধন সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে সভায় গর্ভকালীন সময়ে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে আগত বাবা-মাকে তাদের জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার বিষয়ে এবং অনাগত সন্তানের জন্ম নিবন্ধনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়। তদুপরি, এ সংক্রান্ত কোনো কারিগরি সমস্যা থাকলে তা নিরসনে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যৌথভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে সভায় আলোচনা হয়।	(১) Health-CR লিঙ্ক হতে BDRIS সিস্টেমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত নোটিফিকেশনে NID নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য সঠিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (২) BDRIS সিস্টেমে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)-সংবলিত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নোটিফিকেশন প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সেবাগ্রহীতাদের সচেতন ও আগ্রহী	১। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; ২। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন;

ক্রম.	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
৪।	**ইউনিক আইডি (UID) বাস্তবায়ন**	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ কোটি ৩ লাখ ১২ হাজার ৫৫৮ জন শিক্ষার্থীর প্রোফাইল প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ৫৪ লাখ ৭০ হাজার ১৭৮ জন শিক্ষার্থী ইউনিক আইডি (UID) পেয়েছে। সভায় আরো জানানো হয় যে, প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৪-এ শেষ হয়েছে।	প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়নে ইউনিক আইডি কার্যক্রম অব্যাহত আছে কিনা তা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।	১। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন; ২। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; ৩। জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন;
৫।	**Civil Registratin (CR) ডাটা হতে ভাইটাল স্ট্যাটেসটিক্স প্রণয়ন**	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর মহাপরিচালক সভায় জানান যে, সিভিল রেজিস্ট্রেশন (CR) ডাটা হতে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়নের বিষয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, সিআর ডাটা স্থানান্তরের জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন থেকে কমপ্লিট ডাটা ট্রান্সফার প্ল্যাটফর্ম তৈরির শর্ত প্রদান করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন 3rd Ministerial Conference-এর পূর্বে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি ডেডিকেটেড সার্ভার স্থাপন করা হলেও এ পর্যন্ত ডাটা স্থানান্তর করা হয়নি। তিনি জানান সিআর ডেটা শেয়ারিং/হস্তান্তর করা হলে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রতিনিধি জানান যে, ডেটা নিরাপত্তার ঝুঁকি এড়াতে যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করা অপরিহার্য। সভায় আরও আলোচনা হয় যে, ফেসলেস ডেটা (নাম-পরিচয়বিহীন তথ্য) ব্যবহার করে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়ন করা সম্ভব এবং এতে নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকেনা। সভায় BDRIS হতে বিবিএস-কে সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং তা থেকে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য	(১) রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে (বিবিএস) সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত ডেটা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। (২) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এ ক্ষেত্রে কারিগরি সমস্যা সমাধানে উভয় কর্তৃপক্ষের টেকনিক্যাল টিম সভা করে কারিগরি জটিলতা নিরসন করবে।	১। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন; ২। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো;

ক্রম.	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে অনুরোধ করা হয়।		
৬।	**BDRIS সিস্টেমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেজিস্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা।**	বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসক ও নিবন্ধকের কাছে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, BDRIS সিস্টেমে রেজিস্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। এছাড়া রেজিস্টার যাচাইয়ের সুযোগ না থাকার ফলে ডুপ্লিকেট নিবন্ধনের ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এর প্রতিনিধি জানান নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে রেজিস্টার প্রদর্শন বন্ধ রাখা হয়েছে। সভায় আলোচনা হয় যে, যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক BDRIS-এ রেজিস্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা পুনরায় করা যেতে পারে, তবে কোনো নিবন্ধক বা সংশ্লিষ্ট কেউ নিরাপত্তা বিষয়ক শৈথিল্য বা দায়িত্ব অবহেলার জন্য দায়ী প্রমাণিত হলে তাকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন BDRIS সিস্টেমে রেজিস্টার প্রদর্শন, সিস্টেম নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ এবং সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করবে।	রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
৭।	**BDRIS-এ পিতা-মাতার বয়স সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা অপসারণ**	সভায় জানানো হয় যে, বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসক ও মিডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, BDRIS সিস্টেমে সন্তানের জন্ম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার বয়স সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার কারণে জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রমকে গতিশীল করা এবং শতভাগ নিবন্ধন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে BDRIS-এ পিতা-মাতার বয়স সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা অপসারণ/শিথিল করা যেতে পারে।	রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন BDRIS সিস্টেম থেকে সন্তানের জন্ম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার বয়স সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা অপসারণ/শিথিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
৮।	**জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা (target) নির্ধারণের বিষয়টি পুনঃপর্যালোচনা করণ।**	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো স্থূল জন্ম হার ও স্থূল মৃত্যু হার-এর ভিত্তিতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে থাকে। তবে বিভিন্ন জেলার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনেক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে জানা গেছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা (target) নির্ধারণের বিষয়টি যাচাই এবং বর্তমানে যে পদ্ধতিতে এটি নির্ধারণ করা হয় তার যথার্থতা পরীক্ষা করা যেতে পারে।	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা (target) নির্ধারণের বিষয়টি যাচাই করবে।	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো;
৯।	**বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক হতে জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ।**	বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকে সংঘটিত জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করার জন্য বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের শর্ত আরোপ করা যেতে পারে বলে সভায় আলোচনা করা হয়।	হাসপাতাল ও ক্লিনিকে সংঘটিত জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করা হাসপাতাল ও ক্লিনিকের লাইসেন্স প্রদান এবং নবায়নের শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	১। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; ২।স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ পরিবার কল্যান অধিদপ্তর;

ক্রম.	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১০।	**বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন ব্যবস্থার সফটওয়্যার উন্নয়ন সম্পর্কিত অগ্রগতি**	সভায় জানানো হয় যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অধীন বাস্তবায়নাধীন Establishing Digital Connectivity(EDC) প্রকল্পের মাধ্যমে বিবাহ ও তালাক ব্যবস্থাপনা সিস্টেম 'বন্ধন' সফটওয়্যার প্রস্তুতির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এ লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যে ৯ জুন ২০২৪ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে, আইন ও বিচার বিভাগ ১৮ জুন ২০২৫ তারিখে প্রেরিত ৯১ নম্বর পত্রের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে উক্ত সমঝোতা স্মারক বাতিল করা হয়েছে মর্মে অবহিত করে। সভায় আইন ও বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, আইন ও বিচার বিভাগের "সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স: বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন বিষয়ক সফটওয়্যার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, সফটওয়্যারটি নির্মাণের লক্ষ্যে দুইটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে এবং শীঘ্রই কার্যক্রম শুরু করা হবে বলে সভায় অবহিত করা হয়।	বিবাহ ও তালাকের অনলাইন নিবন্ধন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সফটওয়্যার তৈরির জন্য দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	আইন ও বিচার বিভাগ;
১১।	**জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ**	সভায় আলোচনা হয় যে, যথাসময়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করতে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। বিশেষভাবে, জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা পরিচালনা করা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের মধ্যে জন্ম ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সচেতনতা ও উৎসাহমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং এনজিওসমূহের মাধ্যমে তাদের সুবিধাভোগীদের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।	শতভাগ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করতে জেলা তথ্য অফিস, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনাকারী দপ্তর/সংস্থা এবং এনজিওসমূহ যথাযথ প্রচার-প্রচারণা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২। অর্থ বিভাগ ৩। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৬। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৭। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৮। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়;

ক্রম.	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১২।	**জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮সংশোধন বিষয়ে আলোচনা;**	সভায় আলোচনা করা হয় যে, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে সহজীকরণ ও গতিশীল করতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন,২০০৪ এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা,২০১৮ সংশোধন করে যুগোপযোগী করা আবশ্যক। এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়।	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮ সংশোধন বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ;

৩। পরিশেষে সভাপতি তার বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে গতিশীল করতে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি। এক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত সরকারি দপ্তর, সংস্থা ও এনজিওসমূহ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। এছাড়া, সিআরভিএস কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় ও সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য। এ বিষয়ে তিনি সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৩.১০.২০২৫

(জাহেদা পারভীন)
সচিব
সমন্বয় ও সংস্কার
ও
সভাপতি
সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটি